গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
খামার যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি
www.brri.gov.bd

"যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)
সভার তারিখ	০৩/০৯/২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ২:৩০ ঘটিকা
স্থান	ডিসিসি কক্ষ, ব্রি হতে জুম ক্লাউড প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং ব্রি'র প্রতিনিধিগণ

বিষয় : "যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (রুটিন দায়িত্ব), ব্রি
তারিখ	:	০৩/০৯/২০২৪ খ্রি.
স্থান	:	ডিসিসি কক্ষ, ব্রি হতে জুম ক্লাউড প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	:	কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং ব্রি'র প্রতিনিধিগণ

১.০ উপস্থাপন

গত ০৩/০৯/২০২৪ তারিখ দুপুর ২:৩০ ঘটিকায় সরাসরি উপস্থিত/ অনলাইন জুম ক্লাউড প্লাটফর্মে **"যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ"** শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৪৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৮/০৯/২০১৯ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারী হয়। প্রকল্পটি দেশের ৭টি বিভাগের ১২টি জেলার ১২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো টেকসই ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো (ক) কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ লাগসই নয়টি কৃষি যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন করা; (খ) ব্রি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রের ৩২৪টি প্রায়োগিক মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে যন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করে যন্ত্রের অধিকতর উন্নয়ন করা; (গ) ব্রি উদ্ভাবিত ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৪৮০ জন যন্ত্র চালক, অগ্রসর কৃষক, মেকানিক ও সেবা প্রদানকারী উদ্যোক্তা এবং ২০০ জন স্থানীয় কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মীকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; (ঘ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি গবেষণার জন্য ২০ জন বিজ্ঞানী এবং ২০ জন ওয়ার্কশপ কর্মীকে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা; এবং (ঙ) বিদ্যমান কৃষি যন্ত্রপাতি গবেষণা ল্যাব-কাম-ওয়ার্কশপের আধুনিকায়ন।

২.০ আলোচ্য বিষয়-১: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনায় প্রধান কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, ২০২৩ -২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে; যার মধ্যে আবর্তক খাতে ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আবর্তক খাতে বেতন-ভাতাদি, শ্রমিকের নগদ মজুরী ও পণ্য ও সেবার ব্যবহার, প্রশাসনিক ব্যয়, গবেষণা (০৯ টি কৃষি যন্ত্র ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন) ও প্রশিক্ষণ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি

বিধি অনুসরণপূর্বক অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা।

৩.০ আলোচ্য বিষয়-১: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনায় প্রধান কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, ২০২৪ -২৫ অর্থবছরের এডিপিতে ৮৭৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে; যার মধ্যে আবর্তক খাতে ৭৫১.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১২২.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আবর্তক খাতে বেতন-ভাতাদি, শ্রমিকের নগদ মজুরী ও পণ্য ও সেবার ব্যবহার, প্রশাসনিক ব্যয়, গবেষণা (০৯ টি কৃষি যন্ত্র ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন/উন্নয়ন) ও প্রশিক্ষণ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারি বিধি অনুসরণপূর্বক অর্থ ছাড় করা হয়েছে ১৮৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯০.০০ লক্ষ টাকা।

৪.০ আলোচ্য বিষয়-২: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গবেষণা অগ্রগতি পর্যালোচনা

৪.১ অ্যাসেম্বলী লাইনের মাধ্যমে সিলেটের আলিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে বাজারজাতকরণের জন্য ব্রি হোল ফিড কম্বাইন হারভেস্টার প্রস্তুত কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ব্রি হোল ফিড কম্বাইন হারভেস্টারের আরেকটি মডেল প্রস্তুত কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে

৪.২ সিলেটের আলিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে ব্রি রাইড অন রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের প্রস্তুত কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে, রং/পেইন্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অ্যাসেম্বলীর কাজ চলমান রয়েছে। অ্যাসেম্বলী কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মেশিনটির প্রায়োগিক মাঠ পরীক্ষণ করা হবে এবং মেশিনটির এ্যুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করা হবে

৪.৩ কৃষি যান্ত্রিকিকরণ পল্লী রাজশাহী, যশোহর, বগুড়া, কক্সবাজার, নীলফামারীতে ব্রি সিড সোয়ার দিয়ে বীজ বপন এবং কৃষকের মাঠে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা রোপণ যন্ত্র দিয়ে চারা রোপণ করা হয়েছে

৪.৪ ব্রি ম্যানুয়াল রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের প্রায়োগিক মাঠ পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং মেশিনটির এ্যুটিমুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৪.৫ ব্রি অটো সীড সোয়ার মেশিনের কৃষক/মাঠ পর্যায়ে উপযোগী করে তোলার জন্য প্রায়োগিক মাঠ পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং মেশিনটি এ্যুটিমুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৪.৬ ব্রি কম্প্যাক্ট রাইস মিল ও ব্রি মিনি হলার মিলের প্রায়োগিক মাঠ পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং মেশিনটির এ্যুটিমুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

৪.৭ কুষ্টিয়ার জিএসএম ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্রি অটো সিড সোয়ার মেশিনের উন্নয়নের কাজ চলমান আছে। প্রাথমিকভাবে জিএসএম ইঞ্জিনিয়ারিং ২০ টি অটো সিড সোয়ার মেশিন প্রস্তুত করে বাজারজাত করবে।

৪.৮ কুষ্টিয়ার জিএসএম ইঞ্জিনিয়ারিং এ ব্রি চপার এবং ব্রি ডাবল হলার মিলের গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে।

৪.৯ ব্রি রিপার বাইন্ডার গবেষণা ও প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

৫.০ আলোচ্য বিষয়-৪: বিবিধ

ব্রি' মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান প্রকল্প পরিচালকের সাবলীল উপস্থাপনায় ধন্যবাদ জানিয়ে প্রকল্পের চলমান সার্বিক অগ্রগতি ও প্রকল্পের আউটপুটের অসাধারণ সাফল্যে প্রকল্প পরিচালকের প্রশংসা করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত (সীড সোয়ার মেশিন, অটো সীড সোয়ার মেশিন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, কম্বাইন হারভেস্টার, মিনি রাইস হলার ইত্যাদি) অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র চলমান এলএসটিডি প্রকল্পের প্রযুক্তি গ্রামে/টেকনোলজি ভিলেজে কিভাবে সরবরাহ করা হবে তা জানতে চাইলে এলএসটিডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন, এলএসটিডি প্রকল্পের ডিপিপি-তে অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্রি মডেলের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত মেশিনগুলোর স্পেসিফিকেশন সরবরাহের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, এলএসটিডি প্রকল্পের ডিপিপি-তে ৩৪ টি কম্বাইন হারভেস্টার সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। সরবরাহকৃত কম্বাইন হারভেস্টার কোন প্রকারের সেবিষয়ে জানতে চাইলে এলএসটিডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিওিতে উল্লেখিত মেশিনগুলোর স্পেসিফিকেশন যাচাই করতঃ প্রযুক্তি গ্রামে সরবরাহ করা হবে। মহাপরিচালক মহোদয় এলএসটিডি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে আলোচ্য প্রকল্পে উন্নয়নকৃত মেশিনগুলো সরবরাহের পদক্ষেপ নিতে বলেন এবং ব্রি উদ্ভাবিত টেকনোলজিগুলো বেশি বেশি ব্যবহারের উৎসাহ প্রদান করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের শাহীন আক্তার বলেন, চলমান প্রকল্পটি বেশ সময় ও যুগোপযোগী এবং প্রকল্পটির অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক। প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত বিজ্ঞানীদের বিদেশ প্রশিক্ষণে নীতিগত সিদ্ধান্তের কোন সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে চলমান প্রকল্পটির সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। নির্দিষ্ট/নির্ধারিত সময় (জুন/২০২৫) এর মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের শাহীন আক্তার বলেন, প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার পরও অব্যয়িত টাকা থাকবে। প্রকল্পটির Recurring Cost Save হবে। তিনি প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করেন যে, প্রকল্পের উদ্ভাবিত মেশিনগুলো মাল্টিলোকেশন ট্রায়াল দিয়ে আরও পারফেকশন করা এবং কৃষক পর্যায়ে /মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত মেশিনগুলো মাল্টিপ্লিকেশন করে মাল্টিলোকেশনে Adaptive Trial এর মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজ চলমান রয়েছে।

পরিকল্পনা কার্যক্রম বিভাগের ফাতেমা চলমান প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন এবং যান্ত্রিকীকরণে ও কৃষক পর্যায়ে প্রকল্পটির ইতিবাচক প্রভাব উল্লেখ করে তিনি বলেন, চলমান প্রকল্পটি যান্ত্রিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটি এক্সটেনশনের জন্য/২য় সংশোধনের জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় নো-কষ্ট এক্সটেনশন প্রস্তাব প্রস্তুত করার জন্য/ উত্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

পরিকল্পনা কমিশনের উপসচিব জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালকের সুন্দর উপস্থাপনায় ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, চলমান প্রকল্পটি যান্ত্রিকীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। প্রথম থেকেই প্রকল্পটির অগ্রগতি খুব ভালো উল্লেখ করে নির্দিষ্ট/নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন/শেষ করতে প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্পের কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে এবং সময়মত প্রকল্পের কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন/শেষ করতে পারাই হবে প্রকল্পের সবচেয়ে বড় সাফল্য বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি চলমান প্রকল্পটি এক্সটেনশন না করে যান্ত্রিকীকরণের নতুন কোন প্রকল্প জমা প্রদান করতে বলেন।

মহাপরিচালক মহোদয় ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, প্রকল্পটির অব্যায়িত টাকা খরচের জন্য সময় বৃদ্ধির প্রস্তাবটি সিদ্ধান্তের জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় পাঠানো যেতে পারে।। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চলমান প্রকল্পের পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেন যে, যান্ত্রিকীকরণে প্রকল্পটির ভূমিকা/অবদান অপরিসীম। বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি পরবর্তী ধান উৎপাদনে আমরা প্রকল্পের উদ্ভাবিত মেশিনগুলো ব্যবহার করছি। অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র ওয়াকিং টাইপ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ও রাইডিং টাইপ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ব্রি উদ্ভাবিত রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের উপর কৃষক যেন নির্ভর করে এবং রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করে সেদিকে নজর দিতে বলেন। এছাড়া কম্বাইন হারভেস্টার কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের দিকে বিশেষ নজর দেযার জন্য প্রকল্প পরিচালককে বলেন।

প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত ওয়াকিং টাইপ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ও হোল ফিড কম্বাইন হারভেস্টার এবং হেড ফিড কম্বাইন হারভেস্টারের প্রায়োগিক মাঠ পরীক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত হেড ফিড কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে প্রায়োগিক মাঠ পরীক্ষণে কৃষকের গম কর্তন করা হয়েছে। হোল ফিড কম্বাইন হারভেস্টার ২০২১ তৈরীর পর কিছু জায়গায় পরিবর্তন করে হোল ফিড কম্বাইন হারভেস্টার ২০২৪ প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আইএমইডির জুলহাস আলী সরকার, প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত অফিস সরঞ্জামাদি (টেবিল, চেয়ার, ফার্নিচার, আলমারী ও অন্যান্য) এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার) ইত্যাদিতে প্রকল্পের নাম সম্বলিত কোন স্টিকার লাগানো হয়েছে কিনা সেবিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল সরঞ্জামাদিতে প্রকল্পের নাম সম্বলিত স্টিকার লাগানো হয়েছে। আইএমইডির জুলহাস আলী সরকার আরও জানতে চান যে, চলমান প্রকল্পটির কবে কোন কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পটির নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা Grant Chart আকারে প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মাননীয় মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, চলমান প্রকল্পের আওতায় অনেকগুলো মেশিন উন্নয়ন করা হয়েছে। অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্রগুলো মাল্টিপ্লাই করা হলে কম খরচে কৃষকরা দেশীয় উপযোগী কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করতে পারবে এবং আমরা সহজেই টেকসই মেকানাইজেশনের দিকে পৌঁছাতে পারবো। প্রকল্পে উদ্ভাবিত মেশিনগুলো কৃষকের কাছে গ্রহনযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য মাল্টিলোকেশনে ট্রায়াল দিতে হবে। এলএসটিডি প্রকল্পের প্রযুক্তি গ্রামে চলমান প্রকল্পের উদ্ভাবিত মেশিনগুলো কিভাবে নেয়া যায়/সরবরাহ করা যায় তার উদ্যোগ গ্রহনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়

১. প্রকল্পের উদ্ভাবিত মেশিনগুলো মাল্টি লোকেশনে ট্রায়াল দেয়ার ব্যবস্থা/উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
২. এলএসটিডি প্রকল্পের প্রযুক্তি গ্রামে আলোচ্য প্রকল্পে উদ্ভাবিত মেশিনগুলো সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে
৩. প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ দিয়ে সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
৪. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল সরঞ্জামাদিতে প্রকল্পের নাম সম্বলিত স্টিকার লাগাতে হবে

আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫-০৯-২০২৪
ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান
মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)
৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০ (ফোন)
৪৯২৭২০০০ (ফ্যাক্স)
dg@brri.gov.bd

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ১২.২২.০০০০.০০৭.২৩.০০১.২৪.২৩৪৫৬৭৮৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন;
২। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন;
৩। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক (কৃষি ও পানি সম্পদ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
৪। পরিচালক (গবেষণা), গবেষণা উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
৫। পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), প্রশাসন উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
৬। যুগ্মসচিব (রুটিন দায়িত্ব), পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়;
৭। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী (সিএএসআর), গবেষণা উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
৮। উপসচিব, বাজেট-২০ শাখা, অর্থ বিভাগ;
৯। চিফ সাইন্টিফিক অফিসার , খামার যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
১০। প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
১১। উপসচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়;
১২। প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণ), এলএসটিডি প্রকল্প, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
১৩। উপপ্রধান, ফসল উইং, পরিকল্পনা কমিশন;
১৪। চিফ সাইন্টিফিক অফিসার , কৃষি পরিসংখ্যান , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী , ইমারত ও নির্মাণ , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
১৬। সিনিয়র প্ল্যানিং অফিসার, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
১৭। সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি সেল , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
১৮। সিনিয়র সহকারী প্রধান (কৃষি), ফসল উইং, পরিকল্পনা কমিশন;
১৯। সিনিয়র সহকারী প্রধান (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ-২, পরিকল্পনা কমিশন;
২০। যুগ্মসচিব, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ;
২১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
২২। পিএ (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রশাসন উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
২৩। সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, গবেষণা উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং
২৪। অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার অপারেটর, খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।

১৭-০৯-২০২৪
ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক